31

তারিখ ... 21 MAR 1996
পৃষ্ঠা ... 8

দৈনিক সংবাদ

আইন মেনে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল ১৬ই মে সংবাদপত্রে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল উল্লেখ করেছে যে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের পূর্ব অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি ছাড়াই দেশে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করছে।

বিলম্বে হলেও ব্যাপারটি যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছে এবং সেটা জনসাধারণকে জানানোর জন্য তারা যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন সেজন্যে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, '১৯৮০ সালের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুযায়ী অননুমোদিত, অধিভুক্তহীন ও স্বীকৃতিবিহীন মেডিক্যাল কলেজ হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তিনি চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক হিসেবে প্রাকটিস করতে পারবেন না। এমনকি চিকিৎসক হিসেবে নিজের পরিচয়ও দিতে পারবেন না। বিধান লঙ্ঘন দন্ডনীয় অপরাধ বলে উল্লেখ করে কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে উক্ত আইনের লঙ্ঘনমূলক কোন কার্যকলাপ হতে সকলকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের অনিয়ম সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়েছে। এটা ঠিক, সরকারের পূর্ব অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি ছাড়া তথাকথিত মেডিক্যাল কলেজে ৫/৬ বছর অধ্যয়ন করার পর ছাত্র বা ছাত্রী যখন জানতে পারবে তার পেছনের ৫/৬ বছর একেবারেই বিফলে গেছে, তখন তাতে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতিই হয় না, অর্থ, সময়, মেধা, তারুণ্যেরও অপচয় হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ এসব মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা তরুণ-তরুণীরা নিজেদের চিকিৎসক হিসেবে দাবি করতে পারবেন না।

মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কতগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। তার মধ্যে নিজস্ব হাসপাতাল, নিজস্ব ভবন, মানসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী, প্রশাসন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই হয়তো বেসরকারি উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। ব্যাপারটিতে মানবসেবার মহান ব্রতধারী তৈরির চেয়ে ব্যবসায়িক মুনাফা প্রাধান্য পেয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যেনতেন প্রকারে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেই ভর্তি সংকটের এই দেশে চিকিৎসক হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদেরকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। সন্তানকে ডাক্তার বানাবার বাসনায় পিতামাতারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই হয়তো এসব বেসরকারি সংস্থায় তাদের সন্তানদের ভর্তি করছেন। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে এই ধরনের একটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের জটিলতার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে সবাইকে নজর রাখতে হবে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের 'জরুরী বিজ্ঞপ্তি'র প্রতি আমরা সকল ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর আগে সরকারের অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি ও কাউন্সিলের স্বীকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াটা অভিভাবকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই তিনটির যে কোন একটির অভাব থাকলে তা আইনানুগ মেডিক্যাল কলেজ বলে পরিগণিত হবে না।

বেসরকারি উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বিরোধী আমরা নই। তবে এসব কলেজ যেন পুরোপুরি আইনানুগভাবে এবং কাউন্সিলের পূর্বশর্ত সম্পূর্ণভাবে পূরণ করেই স্থাপিত হয় সে বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, সরকারি ব্যবস্থাপনায় যেসব নতুন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি আইন মেনে চলার যোগ্যতা যেন অর্জন করে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উদ্যোগটা সরকারকেই নিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বিধান লঙ্ঘন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। আমরা দাবি করছি, একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করে আইন লঙ্ঘনকারী সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে না দিয়ে এসব কলেজকে আইন মানতে বাধ্য করা হোক। ভবিষ্যতেও যেন ইচ্ছামাফিক সাইনবোর্ডসর্বস্ব মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে এখন থেকেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক। আইন থাকলেই চলবে না শক্ত হাতে তার প্রয়োগই আইনের লঙ্ঘন রহিত করতে পারে।